গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্য্যালয়
কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।

নং-কুসক-২০২১/ ৯৯৯

তারিখঃ ২৬/০৮/২০২১

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

এতদ্বারা ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণীর (উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা-২০২১) সকল ছাত্র/ছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, তাদের দ্বাদশ শ্রেণির কলেজ পাওনা ফি বোর্ড স্মারক নং: পনি/উমা/বিজ্ঞপ্তি/১০৮, তারিখ: ৩১/০৭/২০২১ নির্দেশিত সোনালী ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফিনান্সশিয়াল সার্ভিস (MFS) – Nagad, Bkash, Rocket, Upay, Sonali eWallet ইত্যাদি ব্যবহার করে ঘরে বসেই অনলাইনে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা-২০২১ এর ফরম পূরণের বোর্ড ফির সাথে জমা দিয়ে ফরম পূরণ করতে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা-২০২১ এর ফরম পূরণের কলেজ ফিসের বিবরণঃ

(১)	বেতন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১)- ২০/=× ১২ মাস	২৪০.০০
(২)	সেশন চার্জ	৩৩০.০০
(৩)	মসজিদ/পূজা পার্বণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৫০.০০
(৪)	বিবিধ	১০০.০০
(৫)	চিকিৎসা ফি	২০.০০
(৬)	রেজার ফি-	২৫.০০
(৭)	রেড ক্রিসেন্ট ফি-	১৫.০০
(৮)	নিরাপত্তা/নৈশ প্রহরী/অত্যাবশ্যকীয় কর্মচারী	৫০০.০০
(৯)	পরিবহন	৫০.০০
(১০)	আইসিটি	২০.০০
(১১)	কম্পিউটার ল্যাব	৩০.০০
(১২)	বিজ্ঞান ক্লাব	২০.০০
(১৩)	ব্যবস্থাপনা	৫০.০০
	মোট =	১৪৫০.০০

বিদ্র.- বোর্ড বৃত্তি বা উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বেতন বাবদ প্রদেয় ২৪০/= (দুইশত চল্লিশ) টাকা প্রদান করতে হবেনা।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে বসে ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ ও পরীক্ষার ফি সম্পূর্ণরূপে অনলাইনে প্রদান করতে হবে। কোন অবস্থাতেই পরীক্ষার্থী বা তার অভিভাবককে প্রতিষ্ঠানে সশরীরে আসতে হবে না, প্রয়োজনে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর অধীনে ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার Online-এ ফরম পূরণ, প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করার নিয়মাবলি ও তারিখ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। (ক) এইচএসসি পরীক্ষা ২০২১ উপলক্ষ্যে কোন নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না ।

(খ) কেবল বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীগণ আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবে। কোন পরীক্ষার্থী তার রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষা কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল করা হবে।

(গ) নিয়মিত, অনিয়মিত, আংশিক বিষয়ে অকৃতকার্য, শুধু আবশ্যিক বিষয়ে অকৃতকার্য, প্রাইভেট পরীক্ষার্থী, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী অর্থাৎ সকল ধরনের পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ফরম পূরণ করতে হবে। ফরম পূরণ ব্যতিত পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশের সুযোগ নেই।

অপর পাতায়-

(ঘ) পরীক্ষার্থী বা তার অভিভাবক এ বছর সোনালী ব্যাংকের মোবাইল অ্যাপ সোনালী ই-সেবা (Sonali eSheba) এর মাধ্যমে ঘরে বসেই বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি এবং প্রতিষ্ঠানের পাওনা পরিশোধ করবে এবং পরীক্ষার ফি পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে Nagad, bKash, Rocket, Upay, Sonali eWallet ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে। ফি পরিশোধ করার বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দেশিকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে থাকবে। সোনালী ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফিনান্সশিয়াল সার্ভিস (MFS) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- Nagad, bKash, Rocket, Upay ফি পরিশোধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার করবে।

২। শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা কলেজের ওয়েবসাইট

www.kushtiagovcollege.edu.bd -এ ১২/০৮/২০২১ তারিখে প্রকাশ করা হবে। **পরীক্ষার্থী কর্তৃক ৩০/০৮/২০২১ তারিখের মধ্যে পরীক্ষার ফি প্রদান করতে হবে।**

৩। পরীক্ষার্থীর করণীয়: SMS এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর নাম, এইচএসসি'র রেজিস্ট্রেশন নম্বর, এসএসসি (SSC) রোল, বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি ও প্রতিষ্ঠানের পাওনাসহ সর্বমোট ফি আলাদা আলাদাভাবে জানতে পারবে এবং পরীক্ষার ফি পরিশোধের জন্য একাধিক পদ্ধতিও দেখতে পাবে। পরীক্ষার ফি পরিশোধের পদ্ধতি:

(ক) SMS এ প্রাপ্ত LINK ব্যবহার করে অথবা সোনালী ব্যাংকের সোনালী ই-সেবা (Sonali eSheba) অ্যাপ ব্যবহার করে সোনালী সেবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার সর্বমোট ফি পরিশোধ করতে পারবে। এছাড়া বোর্ডের ওয়েবসাইটের Formfillup Hsc-২০২১ Panel থেকেও সোনালী সেবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার সর্বমোট ফি পরিশোধ করতে পারবে।

(খ) উক্ত তিনটি পদ্ধতিতেই ঘরে বসে সোনালী ব্যাংকের সোনালী ই-সেবা (Sonali eSheba) অ্যাপ ব্যবহার করে Nagad, bKash, Rocket, Upay, Sonali eWallet ইত্যাদি যে কোন একটির মাধ্যমে পরীক্ষার ফি প্রদান করতে পারবে। তাছাড়া যে কোন Visa, Master Card, American Express, Dbbl Nexus ব্যবহার করেও পরীক্ষার ফি প্রদান করা যাবে । এছাড়াও সোনালী ব্যাংকের একাউন্টধারীরা অনলাইন পেমেন্ট এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি প্রদান করতে পারবে।

(গ) এক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক এবং মোবাইল ফিনান্সশিয়াল সার্ভিস (MFS) এর সার্ভিস চার্জও (বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণকৃত) অপারেটর কেটে নিবে। যে অপারেটরের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করা হবে সেই অপারেটরের সংশ্লিষ্ট একাউন্টে/ওয়ালেটে বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি ও প্রতিষ্ঠানের পাওনা এবং সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট টাকার ন্যূনতম ব্যাল্যান্স থাকতে হবে।

(ঘ) পেমেন্ট করার পর পরীক্ষার্থীকে তার ফরম পূরণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে একটি SMS এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে। কোন কারিগরি ত্রুটির কারণে পরীক্ষার্থী SMS না পেলে বোর্ডের ওয়েবসাইটে Form fillup Hsc-২০২১ Panel থেকে তার ফরম পূরণের Status যে কোন সময় দেখতে পাবে। কলেজ কর্তৃক নির্বাচিত পরীক্ষার্থীরাই ফরম পূরণের জন্য ফি জমা দিতে পারবে। (বি.দ্রঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পরীক্ষার্থী ফি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তার ফরম পূরণ সম্পন্ন হয়নি বলে গণ্য হবে।) বি:দ্রঃ (ক) নিয়মিত, অনিয়মিত, আংশিক বিষয়ে অকৃতকার্য, শুধু আবশ্যিক বিষয়ে অকৃতকার্য, প্রাইভেট পরীক্ষার্থী, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ফরম পূরণ করতে হবে। ফরম পূরণ ব্যতিত পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশের সুযোগ নেই। (খ) ১২/০৮/২০২১ থেকে ২৫/০৮/২০২১ M SMS প্রাপ্তির পর পরীক্ষার্থী কর্তৃক ফি প্রদান করার শেষ তারিখ ৩০/০৮/২০২১

৪। এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত :

(ক) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮/২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক বা একাধিকবার অংশগ্রহণ করে এক/দুই বিষয়ে (চতুর্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য/অনুপস্থিত হয়েছিল, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় অবশিষ্ট অকৃতকার্য/অনুপস্থিত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছা করলে এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ন্যায় গ্রুপ ভিত্তিক তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়ের পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করতে পারবে।

(খ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮/২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে অকৃতকার্য/অনুপস্থিত হয়ে ২০১৮/২০১৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ঐ এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে বহিষ্কার অথবা অভিযুক্ত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৮/২০১৯/২০২০ সালের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০২১ সালের সকল বিষয় (গ্রুপভিত্তিক তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়)/এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করতে পারবে। (বিঃদ্রঃ আবশ্যিক বিষয়ের কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না তবে আবশ্যিক বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকেও ফরম পূরণ করতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার মূল্যায়ন ব্যবহারিক নোটবুক হতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে) ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা সংক্রান্ত : পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালায় উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-শিম/শা:১০/৭ পরীক্ষা২(গ্রেডিং)/২০০২/৬১০, তারিখ: ০৪/০১/০৩ এর ১(ঞ) এ বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণকে ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে।

৫। রেজিস্ট্রেশন ও সেশন সংক্রান্ত : (ক) ২০১৬-১৭ সেশনের পূর্বের রেজিস্ট্রেশনধারী কোন পরীক্ষার্থী ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে ২০১৫-১৬ সেশনের এক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে এক বিষয়ের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৬। রেজিস্ট্রেশন নবায়ন সংক্রান্ত :

(ক) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার যে কোন এক বা একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ের (চতুর্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে এবং যে কোন কারণে তারা ২০১৮ ও ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি অথচ তাদের ২০২০ সালে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারাও অতিরিক্ত ১০০/-(একশত) টাকা নবায়ন ফি বোর্ড ফি'র সাথে পরিশোধ করে শুধু একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন নবায়নপূর্বক ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) রেজিস্ট্রেশন নবায়নকৃত পরীক্ষার্থীর নবায়ন ফি বাবদ অর্থ ফরম পূরণের (eFF) ফি এর সাথে গ্রহণ করা হবে বিধায় নবায়নকৃত পরীক্ষার্থীকে আলাদাভাবে নবায়ন ফি বাবদ অর্থ প্রদান করতে হবে না। তবে বিগত বছরের ন্যায় রেজিস্ট্রেশন কার্ডে বোর্ড থেকে নবায়ন সিল দেয়ার প্রয়োজন নেই। বি.দ্র. : দুই বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য থাকলে কখনই রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।

৭। জিপিএ উন্নয়ন হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত :

(ক) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পরের বছরেই এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে; এক্ষেত্রে যে সকল পরীক্ষার্থী ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) এর কম পেয়েছে তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ন্যায় নৈর্বাচনিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। জিপিএ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যাবে না।

(খ) এক/দুই বিষয়ের অকৃতকার্য যে সকল পরীক্ষার্থী ২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করে প্রবেশ পত্র পেয়েছে এবং উত্তীর্ণ হয়েছে তারা কখনই জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৮। নৈর্বাচনিক বিষয় ও সিলেবাস সংক্রান্ত :

বিষয়	সিলেবাসের বিবরণ
রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত	রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৯-২০, ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২১ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে
পৌরনীতি ও সুশাসন,সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল পৌরনীতি ও সুশাসন, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল	পৌরনীতি ও সুশাসন,সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল পৌরনীতি ও সুশাসন, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৯-২০, ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২১ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২১ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৯-২০, ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২১ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২১ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইসলাম শিক্ষা	ইসলাম শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৯-২০, ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০২১ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০২১ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস ও সময় বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

(বিঃদ্রঃ একজন নিয়মিত পরীক্ষার্থী গ্রুপ ভিত্তিক ০৩টি নৈর্বাচনিক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। আবশ্যিক বিষয় ও ৪র্থ বিষয় এর কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।)

৯। সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর বোর্ড ফি এর হার নিম্নোক্ত ছকে দেয়া হলো :

পরীক্ষার্থীর প্রকার	পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র)	ব্যবহারিক নম্বর প্রক্রিয়াকরণ ফি (প্রতি পত্র)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	সনদ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনিয়মিত ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনুমতি/ তালিকাভুক্তি ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
নিয়মিত পরীক্ষার্থী	১০০/-	৫/-	৫০/-	১০০/-	-	-	১৫/-	৫/-
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি	১০০/-	৫/-	৫০/-	১০০/-	১০০/-	-	১৫/-	৫/-
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে	১০০/-	৫/-	৫০/-	-	১০০/-	-	১৫/-	৫/-
জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	১০০/-	৫/-	৫০/-	১০০/-	-	১০০/-	১৫/-	৫/-
প্রাইভেট পরীক্ষার্থী	১০০/-	৫/-	৫০/-	১০০/-	-	১০০/-	১৫/-	৫/-
আবশ্যিক বিষয়ের অকৃতকার্য আংশিক পরীক্ষার্থী	-	-	৫০/-	-	১০০/-	-	১৫/-	৫/-

অন্যান্য ফি এর হার (যাদের বেলায় প্রযোজ্য) :

(ক) রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০/- (একশত টাকা)।

(খ) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ফি : প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর ব্যবস্থাপনা ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) ১০০/- (একশত টাকা)।

শুধু আবশ্যিক বিষয়ের অকৃতকার্য আংশিক পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র ফি প্রদান করতে হবেনা। তবে অবশ্যই ফরমপূরণ করতে হবে। আংশিক বিষয়ের অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ন্যায় গ্রুপ ভিত্তিক তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়ের পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করলে বা শুধু একটি/দুইটি নৈর্বাচনিক বিষয়ের পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্র ফি প্রদান করতে হবে।

১০। নিয়মিত শিক্ষার্থী প্রতি ফরম পূরণ ফি নিম্নলিখিত হারে নির্ধারণ করা হয়েছে :

ক্রমিক	বিবরণ	বিজ্ঞান শাখা	মানবিক শাখা	ব্যবসায় শিক্ষা শাখা
১	বোর্ড ফি	৮০০.০০	৭৭০.০০	৭৭০.০০
২	কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক সহ)	৩৬০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
	সর্বমোট =	১১৬০.০০	১০৭০.০০	১০৭০.০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কোন পরীক্ষার্থীর নৈর্বাচনিক বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা থাকলে বিষয় প্রতি আরও ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা যোগ হবে। (৩০/-এর বিভাজন- বিষয় প্রতি বোর্ড ফি ১০/-, কেন্দ্র ফি ১০/- এবং ব্যবহারিক নোটবুক মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক পত্র প্রতি ৫+৫= ১০/-টাকা প্রাপ্য হবেন।) ** বর্ণিত অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেমে পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণ বাবদ বোর্ড ফি, কেন্দ্র ফি ও প্রতিষ্ঠানের পাওনাসহ সর্বমোট ফি শিক্ষার্থী, অভিভাবক সিস্টেম হতেই জানতে পারবে।

১১। কোন কারণে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হলে ২০২০ সালের এইচএসসি'র অনুরূপ ফরম পূরণের অর্থ শিক্ষা বোর্ড কর্তপক্ষ ফেরত প্রদান করবে।

১২। এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তারিখের পর কোনক্রমেই পরীক্ষার ফি ও অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১৩। অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত (ক) অবৈধ রেজিস্ট্রেশন, বোর্ডের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠান বদলি ও অভিযুক্ত হওয়ার কারণে কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ ছাড়াও অন্য যে কোন ধরনের অবৈধ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

প্রয়োজনে যোগাযোগ নম্বর : ০১৯১৩-২৪৭১৮৪ / ০১৭৬৬-৮৩৬৫৭০

২১/০৮/২০২১

(প্রফেসর কাজী মনজুর কাদির)
অধ্যক্ষ
কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।

কপি বিতরণ ঃ

১। উপাধ্যক্ষ, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।
২। সম্পাদক, শিক্ষক পরিষদ, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।
৩। আহবায়ক, উচ্চ মাধ্যমিক ফরম পূরণ ও পরীক্ষা কমিটি- ২০২১, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।
৪। তথ্য কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।
৫। প্রধান সহকারী, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।
৬। হিসাব রক্ষক/ক্যাশিয়ার, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।
৭। শাখা সহকারী, উচ্চ মাধ্যমিক শাখা, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।
৮। নোটিশ বোর্ড, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।
৯। কলেজ ওয়েব সাইট, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া।
৯। সংরক্ষণ নথি।